মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং-ক/নি/৩২২৭ তারিখ: ০৯-০৫-২০১৮ খ্রি:

সংশ্লিষ্ট সকল কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৫-২০১৮ খ্রি.তারিখের সরকারি কলেজ-১ এর নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.১৬-২২০ জারিকৃত পরিপত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাভূক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজসমূহে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠাধিকারের সুষম সুযোগ সৃষ্টি ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভর্তির নিয়মাবলী অনুসরণ এবং সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সকল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত/ভর্তির অনুমতিপ্রাপ্ত কলেজ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নিয়মাবলী ও ফিসের হার নিম্নে প্রদত্ত হলো -

১। **সংজ্ঞা ঃ- এই নীতিমালায় :-**

১.১ **"বোর্ড"** বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;'

১.২ **"কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.৩ **'নির্ধারিত ফরম'** বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;

১.৪ **'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী'** বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২। **ভর্তির যোগ্যতা ও গ্রুপ নির্বাচন:-**

২.১ ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সালে এস. এস. সি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ **ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে :-**

২.৩.১ বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি;

২.৩.২ মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং

২.৩.৩ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপ এর যে কোন একটি গ্রুপ।

৩। **প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি:-**

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ খুলনা বিভাগীয় এবং জেলা সদরের কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ১০০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। মেধার ভিত্তিতে ভর্তির পরে যদি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কোন আবেদনকারী থাকে তাহলে মোট আসনের অতিরিক্ত ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য, ৩% বিভাগীয় এবং জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য, ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারী ও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের গভার্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য, ০.৫% বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি.) এর জন্য এবং ০.৫% প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি উপর্যুক্ত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে এ আসন কার্যকর থাকবে না। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি.কে.এস.পি. এবং প্রবাসীদের সন্তান কোটার ক্ষেত্রেও ভর্তির সময় উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ ৩.৩.১ সমান জি.পি.এ. প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে।

৩.৩.২ বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীব বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৩ দফা ৩.৩.২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৪ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৫ এক গ্রুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ. একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪ **এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে(বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।**

৩.৫ কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৬ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েব সাইটে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

৩.৭ সকল কলেজ/ উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় ও বোর্ড নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৪। অনলাইনে ভর্তি:-

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে অথবা টেলিটক মোবাইল এস.এম.এস. এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইট এর ঠিকানা ***www.xiclassadmission.gov.bd***

৪.২ অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি জমা সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) টি এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে। এসএমএস এর মাধ্যমে প্রতি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০/-(একশত বিশ) টাকা আবেদন ফি প্রদান সাপেক্ষে একাধিক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে পর পর পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে। অনলাইন/এসএমএস/উভয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধাক্রম ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

৫। বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি:-

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ, শিফট, পুরুষ/মহিলা/সহশিক্ষা, ভার্সন, ভর্তি ফি ইত্যাদি তথ্য) এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ অনুমোদিত সকল ফি, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৫.২ বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৩ অনলাইনে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৫.৫ **৫.৫.১** সেশন চার্জসহ ভর্তি ফিস সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার), পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার), ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

৫.৫.২ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত বা এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় ভর্তি ফি, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০(তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

৫.৫.৩ সরকারি কলেজসমূহ সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি সংগ্রহ করবে।

৫.৫.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

অপর পাতায়

৫.৭ বোর্ড কর্তৃক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করার সময় শিক্ষার্থী প্রতি নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করবে:-

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০/-
২.	ক্রীড়া ফি	৩০/-
৩.	রোভার/রেঞ্জার ফি	১৫/-
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি (২০ টাকার ৪০%= ৮ টাকা)	৮/-
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭/-
৬.	বি.এন.সি.সি. ফি	৫/-
	সর্বমোট	১৮৫/- টাকা

৫.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট হতে রেড ক্রিসেন্ট ফিস বাবদ (২০/- টাকার ৬০%) ১২/- টাকা গ্রহণ করবে।

৫.৯ প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি বাবদ ২০০/- (দুই শত) টাকা বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৫.১০ কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে ও বিলম্বে ভর্তি হলে তার নিকট হতে উল্লিখিত ফি এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করতে হবে, যথা :

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	পাঠ বিরতি ফি	১০০/-
০২	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০/-

৫.১১ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে কলেজ, গ্রুপ ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে।

৫.১২ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাতওয়ারি গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৬.০। **ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু :-**

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির জন্য অনলাইন ও এসএমএস আবেদন গ্রহণ (যারা পুনঃ নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে)।	১৩-০৫-২০১৮ থেকে ২৪-০৫-২০১৮ পর্যন্ত
৬.২	আবেদন যাচাই বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি	২৫-০৫-২০১৮ থেকে ২৭-০৫-২০১৮ পর্যন্ত
৬.৩	শুধুমাত্র পুনঃ নিরীক্ষণের ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	০৫-০৬-২০১৮ থেকে ০৬-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.৪	**১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ**	১০-০৬-২০১৮
৬.৫	শিক্ষার্থীর Selection নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চিত না করলে ১ম পর্যায়ের Selection এবং আবেদন বাতিল হবে)	১১-০৬-২০১৮ থেকে ১৮-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.৬	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	১৯-০৬-২০১৮ থেকে ২০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.৭	**পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ**	২১-০৬-২০১৮
৬.৮	**২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ**	২১-০৬-২০১৮
৬.৯	২য় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর Selection নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চিত না করলে ২য় পর্যায়ের Selection এবং আবেদন বাতিল হবে)	২২-০৬-২০১৮ থেকে ২৩-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.১০	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	২৪-০৬-২০১৮
৬.১১	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	২৫-০৬-২০১৮
৬.১২	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	২৫-০৬-২০১৮
৬.১৩	৩য় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর Selection নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চিত না করলে ৩য় পর্যায়ের Selection এবং আবেদন বাতিল হবে)	২৬-০৬-২০১৮
৬.১৪	**ভর্তি**	২৭-০৬-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ পর্যন্ত
৬.১৫	**ক্লাস শুরু**	০১-০৭-২০১৮

অপর পাতায়

৭.০। **কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন :-**

৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র-ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলের উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৭.২ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখা যাবে না।

৮.০। **অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/ সমমানের প্রতিষ্ঠানের ভর্তি নিষিদ্ধ :-**

৮.১ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি বিহীন কোন কলেজে/সমমানের প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন কলেজে/সমমানের প্রতিষ্ঠানের অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না ।

৯.০। **নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ-**

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে ।

৯.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০ **কলেজ কর্তৃক বোর্ডে ফি জমাদানের নিয়মাবলী ঃ**

(ক) বোর্ডে জমা প্রদেয় সকল প্রকার ফি অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় সোনালী সেবার মাধ্যমে বোর্ডের সচিবের (সচিব, বি.আই.এস.ই. শাখা, যশোর) অনুকুলে জমা দিতে হবে।

(খ) ফিস যথাসময়ে পরিশোধ না করে বকেয়া রাখলে আনুপাতিক হারে জরিমানা ধার্য হবে।

(গ) অনলাইনে নিবন্ধন পুরণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে।

১১। **টটলিস্টের সাথে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাদির একটি তালিকা প্রণয়ণ করে বোর্ডে জমা দিতে হবে। (বোর্ড প্রদত্ত প্রামাণ্য কাগজ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযোজন করতে হবে)ঃ**

ক) পাঠাদনের প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির তারিখ স্মারক নং ও শিক্ষাবর্ষ ;

খ) প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির তারিখ, স্মারক নং ও সময়সীমা ;

গ) সর্বশেষ একাডেমিক স্বীকৃতির পত্র (নবায়নকৃত), স্মারক নং ও তারিখ ;

ঘ) সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ স্মারক নং ও তারিখ ;

ঙ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভাগ ও বিভাগওয়ারী বিষয়সমূহ ;

১২। **একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) জমা দান ঃ**

ক) এ শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ০২(দুই) কপি টটলিস্ট (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী), সর্বশেষ স্বীকৃতি নবায়ন পত্র এবং প্রস্তাবিত কলেজের অনুমতি পত্রের ফটোকপি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/ মার্কশিট কলেজ পরিদর্শকের নিকট এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য ফি এর সোনালী সেবার রশিদ বোর্ডে ০৮-০৮-২০১৮ খ্রি. হতে ২২-০৮-২০১৮ খ্রি:তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে ।

খ) ১) মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কসিট এর উল্টো পৃষ্ঠায় কলেজের সিল দিতে হবে। সিলের মধ্যে কলেজের নাম, জেলা, শিক্ষাবর্ষ, শ্রেণি রোল, বিভাগ, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে। মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/ মার্কশিট শাখাওয়ারী পৃথক পৃথক প্যাকেট করে সকল প্যাকেট (তিনটি) একত্রে বেঁধে একটি প্যাকেট করতে হবে। প্যাকেটের উপরে কলেজের নাম, ঠিকানা, কলেজ কোড ও শাখাওয়ারি একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিটের সংখ্যা উল্লেখ করে একটি লেবেল (ইংরেজি বড় অক্ষরে) লাগাতে হবে এবং অনুরূপ আর একটি লেবেল প্যাকেটের ভিতর দিতে হবে ।

অপর পাতায়

২) একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট নিম্নেবর্ণিত তথ্য মোতাবেক জমা দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :
জেলার নাম :
কলেজ কোড : EIIN নং :
শিক্ষার্থীর ধরন : বিলম্ব ফি ছাড়া/বিলম্ব ফিসহ

শাখা	বরাদ্দকৃত আসন সংখ্যা	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ট্রান্সক্রিপ্ট সংখ্যা
বিজ্ঞান			
মানবিক			
ব্যবসায় শিক্ষা			
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			
		সর্বমোট ট্রান্সক্রিপ্ট	

টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) এর নির্ধারিত নমুনা ছক ঃ

ক্রমিক নং	ছাত্র/ছাত্রীর নাম এবং পিতার ও মাতার নাম ইংরেজি ও বাংলায়	ভর্তির তারিখ ও শ্রেণি রোল নম্বর	এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ	এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার রোল নং কেন্দ্র ও বোর্ডের নাম	একাদশ শ্রেণিতে গৃহীত বিষয় ও কোড নং
১	২	৩	৪	৫	৬

১৩। ছাত্র ছাত্রীর নামের তালিকার (টটলিস্ট) মুখপত্রে (Forwarding) পৃথকভাবে শাখাওয়ারি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসহ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে । নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টটলিস্ট বোর্ডে না পৌঁছালে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বিলম্বে ভর্তি করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে অনুযায়ী বিলম্ব ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে। তাছাড়া বিলম্বের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এর কোন দায়িত্ব বহন করবে না। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে। ছাত্র/ছাত্রীদের বিষয়গুচ্ছ সঠিক আছে এবং ভর্তির অনুমতি প্রাপ্ত/খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত/স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় টটলিস্টে নেই এ মর্মে অধ্যক্ষ প্রত্যয়নপত্র দিবেন।

১৪। ছাত্র/ছাত্রীদেরকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কমপক্ষে ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। উপস্থিতি ৭৫% এর কম কিন্তু ৬০% এর কম নয়, এরূপ কোন ছাত্র/ছাত্রীকে নন-কলেজিয়েট হিসাবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী প্রতি নন কলেজিয়েট ফি ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে পরীক্ষার ফি এর সাথে বোর্ডে জমা দিতে হবে। উপস্থিতি ৬০% এর কম এরূপ ছাত্র/ছাত্রীকে ডিস-কলেজিয়েট হিসাবে গণ্য করা হবে। এরূপ ছাত্র/ছাত্রী বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন ক্রমেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

১৫। কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষা বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিধি মোতাবেক একই কলেজের (ভর্তিকৃত কলেজ) মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। অন্য কোন বোর্ড হতে ছাড়পত্রের মাধ্যমে অত্র বোর্ডে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অত্র বোর্ডে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য যথারীতি রেজিস্ট্রেশন ফি ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ও ০৩ (তিন) কপি বিবরণী ফরম একটি মুখপত্র (Forwarding) সহ কলেজ পরিদর্শকের নিকট জমা দিতে হবে। পূর্বতন বোর্ডের মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড অত্র বোর্ডে দাখিল করা হলে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে অত্র বোর্ড হতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে।
উল্লেখ্য অত্র বোর্ডের আওতাভূক্ত কলেজ সমূহে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কোন কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষেত্রে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে না।

১৭। কোন ছাত্র/ছাত্রীকে ছাড়পত্র প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে পঠিত বিষয়সমুহে ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাসে বিষয় ভিত্তিক মোট অনুষ্ঠিত ক্লাসের সংখ্যা এবং ছাত্র/ছাত্রীর ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে ছাড়পত্রে ছক আকারে উল্লেখ করতে হবে।

১৮। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কলেজ পরিবর্তনের আবেদনপত্রে কোন কলেজে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর পঠিত বিষয়সমূহের সাথে বদলীকৃত কলেজের পাঠদানের বিষয় সমূহের মিল থাকলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ছাড়পত্রের জন্যে আবেদনপত্রে সুপারিশ ও স্বাক্ষর করবেন। অন্যথায় এর সকল দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে।

১৯। শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগের সময় নিজস্ব কলেজ কোড এবং EIIN নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ।

২০। নিবন্ধনের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এর ভিত্তিতে প্রথম বার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মিত এবং পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর ক্যাজুয়াল হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই অন্য কোন কলেজ অথবা একই কলেজ হলেও বোর্ড কর্তৃক পূর্বেই ভর্তি বাতিল না করলে পুনরায় ভর্তি হতে পারবে না। এক্ষেত্রে ভর্তি বাতিল ফিস ১০০০/- (এক হাজার) টাকার সোনালী সেবা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশ সহ বোর্ডের নির্ধারিত ফরমে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর আবেদন করতে হবে ।

অপর পাতায়

২১। ক) একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীর পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবকের আবাসস্থল পরিবর্তন হলে এবং অন্যান্য সমস্যা থাকলে বিধি মোতাবেক আবেদন করলে আগামী ০১-০১-২০১৯ হতে ৩১-০৩-২০১৯ পর্যন্ত ছাড়পত্রের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

খ) অবসরপ্রাপ্ত অভিভাবকের ছেলে/মেয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার শর্তে ছাড়পত্র দেওয়া যাবে।

গ) বৈবাহিক কারণে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কাবিননামা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান এর সনদপত্রের ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া যাবে, তবে ছাত্রীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হতে হবে।

ঘ) দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে ০১-০৮-২০১৯ হতে ৩১-১০-২০১৯ এর মধ্যে ১৮ - অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কারণে আবাসস্থল পরিবর্তন এবং উপরে বর্ণিত খ ও গ এর ক্ষেত্রে প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করার শর্তে ছাড়পত্রের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ২১ নং এর ক, খ, গ এর ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকার সোনালী সেবা প্রয়োজন হবে।

২২। প্রাইভেট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়মমাফিক পৃথকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে। নিবন্ধনের অনুলিপি (দ্বিতীয় অনুলিপির জন্য যথাক্রমে ৪০০/- টাকা গ্রেস নিবন্ধন ৫০০/- টাকা), ভাষান্তর নিবন্ধন ৪০০/- টাকা ফিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

২৩। **নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।**

২৪। অত্র বোর্ডের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২৫। বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই প্রতি বিভাগে ১৫০ জনের অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

২৬। প্রস্তাবিত কলেজের ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফিস ১৫০/- টাকা জমা দিতে হবে ।

২৭। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কলেজ প্যাডে জমা দিতে হবে।

২৮। লেমিনেটিং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট গ্রহনযোগ্য নয়।

২৯। সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টিতে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

(স্বাঃ-)

(কে এম রব্বানী)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন: ০৪২১-৬৮৬৩৮

বিজ্ঞপ্তি নং-ক/নি/৩২২৭(১৪)/ তারিখ: ০৯-০৫-২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল ঃ

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। পরিচালক, পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগারী শিক্ষা বোর্ড।
৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরী শিক্ষা বোর্ড/ বাউবি গাজীপুর, ঢাকা ।
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড।
৭। অত্র বোর্ডের অনুমোদিত সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান।
৮। উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
৯। সকল অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। (বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১১। সেকশন অফিসার ও সমপর্যায়ভুক্ত অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১২। হিসাব গ্রহণ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১৩। অনুসন্ধান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১৪। সংরক্ষণ নথি ।

০৯/০৫/২০১৮

কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর